রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, অক্টোবর ১২, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

বাংলাদেশ সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ইং/৫ই ফাল্গুন ১৪০৪ বাং।

এস, আর, ও নং ২২—আইন/শ্রজন/শা-৯/৩(৪)/৯৮— Industrial Relations Ordinance 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) বিধান মোতাবেক সরকার দ্বিতীয় শ্রম আদালত,ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা:—

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১	২	৩
১।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	১১/৯৫
২।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	১৯/৯৫
৩।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	২০/৯৫

মূল্য: টাকা ৬.০০

১	২	৩
৪।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নং	২৩/৯৫
৫।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	২৪/৯৫
৬।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	৪৫/৯৫
৭।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	৪৬/৯৫
৮।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	৪৭/৯৫
৯।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	৪৮/৯৫
১০।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	৪৯/৯৫
১১।	মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং	৫০/৯৫
১২।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নং	৫৮/৯৫
১৩।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নং	৫৯/৯৫
১৪।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নং	৬০/৯৫
১৫।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নং	৬১/৯৫
১৬।	ফৌজদারী মোকদ্দমা নং	৬২/৯৫
১৭।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৫৭/৯৬
১৮।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৫৮/৯৬
১৯।	অভিযোগ মোকদ্দমা নং	৬১/৯৬

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মীর মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মোকদ্দমা নং ১৯/৯৫

মিঃ আশিক আহমেদ মিস্ত্রী
পিতা মৃত-তরাব উদ্দিন মিস্ত্রী,
গ্রাম বাবনা সুন্দর, পোঃ দারোগার হাট,
থানা মিরের সরাই, জিলা চট্টগ্রাম।
বয়লারম্যান,
টার ক্যামিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ,
আমতলী পোর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা —বাদী।

বনাম

(১) টার কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ,
আমতলী পোর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা।

(২) আলহাজ্ব মোহাম্মদ হোসেন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
টার ক্যামিকাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ,
কারখানা-আমতলী পোর (গেণ্ডারিয়া),
জেলা—ঢাকা, প্রধান অফিস,
৫৫, দিলকুশা বা/এ,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা—প্রতিপক্ষ/বিবাদীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৫;

তারিখ: ২৭শে জুলাই, ১৯৯৭ইং।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষ আশিক আহামেদ মিস্ত্রী মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। তাহার জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের সহিত আপোষ মীমাংসা হওয়ায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতির আবেদন করেন। কাজেই তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ১৯/৯৫

সুমি, হেল্পার, কার্ড নং ৪৪২,
পিতা জলিল বিশ্বাস,
ঠিকানা-৪৪, মধ্য মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মোর্শেদ মজু,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
টিনা নিটিংস লিঃ
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) জনাব আনোয়ার, প্রডাকশন ম্যানেজার,
টিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখঃ ২০-৭-৯৭ইং।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শাইবার জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষের নিযুক্তিয় আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। গত ২২-৩-৯৭, ৫-৫-৯৭, ২২-৬-৯৭ ও ৩০-৬-৯৭ ইং তারিখ প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে—মোকদ্দমাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ২০/৯৫

আসমা, হেল্পার, কার্ড নং ৪৫০,
পিতা মোঃ ইউসুফ মোল্লা,
৪৪, মধ্য মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মোর্শেদ মল্লু,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
টিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) জনাব মানোয়ার,
প্রডাকশন ম্যানেজার,
টিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ : ৩০-৭-৯৭।

মামলাটি প্রথম পক্ষের কারণ দর্শানোর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। প্রথম পক্ষগণ ২-৩-৯৭, ৩-৫-৯৭, ৩০-৬-৯৭ ও ২০-৭-৯৭ ইং তারিখ অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
২০-৭-৯৮
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২৪/৯৫

আছমা, হেল্পার, কার্ড নং ৪৫০,
পিতা মোঃ ইউসুফ মোল্লা,
৪৪, মধ্য মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব মোর্শেদ মঞ্জু,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) জনাব মানোয়ার, প্রডাকশন ম্যানেজার,
টিনা নিটিংস লিঃ, ৫৪/৮, মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—আসামী পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তারিখ : ২০-৭-৯৭।

বাদীনি অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। আসামীগণের নিযুক্ত আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও আসামীগণের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। গত ২-৩-৯৭, ৩-৫-৯৭ ও ৩০-৬-৯৭ ইং তারিখ বাদীনি অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বাদীনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, বাদীনির অনুপস্থিতির কারণে আসামী নং (১) মোরশেদ মঞ্জু, ও (২) মানোয়ারকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ২৪/৯৫

মুনি, হেলপার, কার্ড নং-৪৪২,
পিতা জলিল বিশ্বাস,
৪৪, মধ্য মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা। দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব মোর্শেদ মঞ্জু,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা।

(২) জনাব মানোয়ার, প্রডাকশন ম্যানেজার,
চিনা নিটিংস লিঃ,
৫৪/৮, পশ্চিম মাদারটেক,
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৬, তারিখ : ২০-৭-৯৭।

বাদীনি অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। আসামীগণের নিযুক্ত আইনজীবি হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও আসামীগণের আইনজীবির বক্তব্য শুনিলাম। গত ২২-৬-৯৭ ও ৩০-৬-৯৭ ইং তারিখ বাদীনি অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বাদীনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, বাদীনির অনুপস্থিতির কারণে আসামী নং (১) মোরশেদ মঞ্জু, ও (২) মানোয়ারকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৫/৯৫

মোঃ রফিকুল ইসলাম, কার্ড নং-৩৯৮,
পিতার নাম
ঠিকানা-২১৯৯, পূর্ব গোরান, রোড-৮,
ঢাকা-১২১—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মঞ্জুরুর রহমান রাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/খিলগাও,
ঢাকা-১২১৯ প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ : ২৭-৭-৯৭।

প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। তাহার আইনজীবি আদালতে উপস্থিত। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন। উভয় পক্ষের আইনজীবিগণের বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ গত ৩-৩-৯৭, ৩০-৪-৯৭, ২৪-৫-৯৭, ২৫-১-৯৭ ও ২১-৭-৯৭ ইং তারিখেও অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, মামলাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৬/৯৫

মোঃ হাসেম আলী, কার্ড নং ৬২৮,
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোড়ান,
রোড ৮, ঢাকা-১২১৯ — বাদী।

বনাম

(১) জনাব মন্জুরুর রহমান রাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভাগী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২৪৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাগী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষদল।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৫, তারিখ: ২৭-৭-৯৭।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষের ২১-৭-৯৭ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহার করার দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ মোঃ হাসেম আলীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। তিনি মালিক পক্ষের সহিত মীমাংসা হওয়ায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার আবেদন জানান। কাজেই, তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম।

চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৭/৯৫

মোঃ সফিকুল ইসলাম, কার্ড নং-৬১৮,
পিতার নাম
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোরান, রোড-৮,
ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মনজুরুল রহমান বাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভারী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভারী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখঃ ২৭-৭-৯৭,

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষের ইং ২১-৭-৯৭ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের করার দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ মোঃ শফিকুল ইসলাম এর জবান-বন্দি প্রদান করা হইল। তিনি মালিক পক্ষের সহিত আপোষ মীমাংসা হওয়ায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার আবেদন জানান। কাজেই, তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৮/৯৫

জনি, কার্ড নং-৬২৯,
পিতার নাম—
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোরান, রোড-৮,
ঢাকা।—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মনজুরর রহমান রাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভাগী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাগী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৯, তারিখঃ ২৭-৭-৯৭।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষ জনি মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য আবেদন করেন। আমার জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। তিনি মালিক পক্ষের সহিত আপোষ মীমাংসা হওয়ায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার আবেদন জানান। কাজেই, তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৪৯/৯৫

মোঃ জাকির, কার্ড নং ৬২৬,
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোরান, রোড ৮,
ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মন্জুরুর রহমান রাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন ২০৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখঃ ২৭-৭-৯৭।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষের ২১-৭-৯৭ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহার করার দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ মোঃ জাকিরের জবানবন্দি প্রদান করা হইল। তিনি মালিক পক্ষের সহিত আপোষ মীমাংসা হওয়ায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার আবেদন জানান। কাজেই, তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ:

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন(৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামালা নং ৫০/৯৫

মোঃ জলিল, কার্ড নং ৬১৯,
ঠিকানা ২১৯, পূর্ব গোরান,
রোড ৮, ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মনজুরুল রহমান, রাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
২০৩/সি, খিলগাঁও, বাকী ভবন,
ঢাকা-১২১৯—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২০, তারিখঃ ২৭-৭-৯৭।

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। প্রথম পক্ষের ২১-৭-৯৭ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহার করার দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ মোঃ জলিলের জবানবন্দি গ্রহণ করা হইল। তিনি মালিক পক্ষের সহিত আপোষ মীমাংসা হওয়ায় মামলাটি প্রত্যাহার করিবার আবেদন জানান। কাজেই, তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৫৮/৯৫

মোঃ জাকির, কার্ড নং-৬২৬,
ঠিকানা-২১৯, পূর্ব গোরান, রোড-৮,
ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) মঞ্জুরুর রহমান রাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
নেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০১/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
নেসার্স ওরভাসী এপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০১/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—আসামী পক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৩, তারিখঃ ৩০-৭-৯৭।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বর্ণিত প্রাপ্য সর্বমোট ১৮,২০০ টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রদান না করায় তৎকর্তৃক ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক আসামীগণকে দণ্ডিত করার প্রার্থনায় অত্র দরখাস্ত করা হইয়াছে।

আসামীগণ ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১ (এ) ধারা মোতাবেক তাঁহাদিগকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে দাবীকৃত টাকা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ ধারা মোতাবেক Bonafide dispute রহিয়াছে বিধায় অত্র মামলা চলিতে পারে না। কাজেই, ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১ (এ) ধারার আসামীগণ অব্যাহতি প্রাপ্তযোগ্য।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং নথি পর্যালোচনা করা গেল। বাদী তাহার দাবী সংক্রান্তে কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই এবং কোন কাগজ পত্র তলব করার নিমিত্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। এমতাবস্থায় বাদী অত্র মামলাটি প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিলে ব্যর্থ হওয়ায় আসামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী নং (১) মঞ্জুরুর রহমান রাসকিন, ও (২) শাহীনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১ (এ) ধারার অভিতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৫৯/৯৫

অনি, কার্ড নং ৬২৯,
ঠিকানা-২১৯, পূর্ব গোরান,
রোড-৮, ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মজুরুর রহমান রাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২৩৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন,
জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২৪৩/সি, খিলগাঁও,
ঢাকা-১২১৯—আসামীপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখঃ ৩০-৭-৯৭।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বর্ণিত প্রাপ্ত সর্বমোট ১৯,৭০০ টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রদান না করায় তৎকর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক আসামীগনকে দণ্ডিত করার প্রার্থনায় অত্র দরখাস্ত করা হইয়াছে।

আসামীগণ ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারা মোতাবেক তাহাদিগকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়যে, দাবীকৃত টাকা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ ধারা মোতাবেক Bonafide dispute রহিয়াছে বিধায় অত্র মামলা চলিতে পারে না। কাজেই, ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আসামীগন অব্যাহতি প্রাপ্তিযোগ্য।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবিগনের বক্তব্য শ্রবন করা হইল এবং নথি পর্যালোচনা করা গেল। বাদী তাহার দাবী সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র দাখিল করেন নাই এবং কোন কাগজপত্র তলব করার নিমিত্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই। এমতাবস্থায়, বাদী অত্র মামলাটি প্রমান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিলে ব্যর্থ হওয়ায় আসামীগনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী (১) মজুরুর রহমান রাসকিন ও (২) শাহীনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১ (এ) ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৬০/৯৫

মো: শফিকুল ইসলাম, কার্ড নং-৬১৮,
ঠিকানা-২১৯, পূর্ব গোরান,
রোড-৮, ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মঞ্জুরুর রহমান রাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লি:,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লি:,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাও,
ঢাকা-১২১৯—আসামীগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২১, তারিখ: ১০-৭-৯৭।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বর্ণিত প্রাপ্য সর্বমোট ১৪,২০০'০০ টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রদান না করায় তৎকর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক আসামীগণকে দণ্ডিত করার প্রার্থনায় অত্র দরখাস্ত করা হইয়াছে।

আসামীগণ ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪১(এ) ধারা মোতাবেক তাহাদিগকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, দাবীকৃত টাকা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ ধারা মোতাবেক Bonafide dispute রহিয়াছে বিধায় অত্র মামলা চলিতে পারে নাই। কাজেই, ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আসামীগণ অব্যাহতি প্রাপ্তিযোগ্য।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীরগণের বক্তব্য শ্রবণ করা হইল এবং নথি পর্যালোচনা করা গেল। বাদী তাহার দাবী সংক্রান্তে কোন কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই এবং কোন কাগজ পত্র তলব করার নিমিত্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। এমতবস্থায়, বাদী অত্র মামলাটি প্রমান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলে ব্যর্থ হওয়ায় আসামীগনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আওতায় অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী (১) মঞ্জুরুর রহমান রাসকিন, ও (২) শাহীনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মো: আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা

ফৌজদারী মামলা নং ৬১/৯৫

মোঃ রফিকুল, কার্ড নং-৩৯৮,
ঠিকানা-২১৯, পূর্ব গোরান, রোড-৮,
ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মজুরুর রহমান রাসকিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/খিলগাও,
ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
মেসার্স ওরভাসী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি খিলগাও,
ঢাকা-১২১৯—আসামীপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২২, তারিখ ৩০-০৭-৯৭।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বর্ণিত প্রাপ্য সর্বমোট ৩,৬৫০·০০ টাকা নির্ধারিত সময় প্রদান না করায় তৎকর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক আসামীগনকে দণ্ডিত করার প্রার্থনায় অত্র দরখাস্ত করা হইয়াছে।

আসামীগণ ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১ (এ) ধারা মোতাবেক তাহাদিগকে অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। দরখাস্তে উল্লেখ করা হয় যে, দাবীকৃত টাকা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ২১ ধারা মোতাবেক Bonafide dispute রহিয়াছে বিধায় অত্র মামলা চলিতে পারে না। কাজেই, ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারায় আসামীগণ অব্যাহতি প্রাপ্তিযোগ্য।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ করা হইয়াছে এবং নথি পর্যালোচনা করা গেল। বাদী তাহার দাবী সংক্রান্ত কোন কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই এবং কোন কাগজপত্র তলব করার নিমিত্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। এমতাবস্থায়, বাদী অত্র মামলাটি প্রমাণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র দাখিল করিতে ব্যর্থ হওয়ায় আসামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অব্যাহতি প্রদান করা যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, আসামী(১) মজুরুর রহমান রাসকিন, ও (২) শাহীনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪১(এ) ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৬২/৯৫

মোঃ হাসেম আলী, কার্ড নং-৬২৮,
ঠিকানা-২১৯, পূর্ব গোরান, রোড-৮,
ঢাকা-১২১৯—বাদী।

বনাম

(১) জনাব মজুরুল রহমান বাদশিন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
মেসার্স ওরভালী এ্যাপারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব শাহীন, জেনারেল ম্যানেজার,
ওরভালী এপ্যারেলস লিঃ,
বাকী ভবন, ২০৩/সি, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯—আসামীপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৩, তারিখঃ ৩০-৭-৯৭।

বাদীকে তাহার দরখাস্তে বর্ণিত প্রাপ্য সর্বমোট ১৯,৭০০'০০ টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রদান না করায় তৎকর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক আসামীগণকে দণ্ডিত করার প্রার্থনায় অত্র দরখাস্ত করা হইয়াছে।

উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামীগণের বিরুদ্ধে উপরে বর্ণিত ধারায় অভিযোগ গঠন করা হয়। তাহারা নির্দোষ দাবী করেন এবং বিচার প্রার্থনা জানান। ইহা ব্যতিরেকেও আসামীগণকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার আওতায় অত্র আদালত কর্তৃক পরীক্ষা কালে তাহারা নির্দোষ দাবী করেন।

বিচার্য বিষয়

আসামীগণ ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারা মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন কিনা এবং করিয়া থাকিলে কে কি পরিমান শাস্তি পাইবার উপযোগী?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বাদী পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে তাহার স্বাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি তাহার সাক্ষ্যে এই মর্মে মন্তব্য রাখেন যে, তাহার দাবী সংক্রান্ত কোন কাগজ পত্র নাই এবং তিনি আরও বলেন যে, তাহার দাবী সংক্রান্ত বোনাফাইডি ডিসপিউট (Bonafide dispute) থাকিলে থাকিতেও পারে। আসামীগণ তাহাকে জেরা করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, বাদী আসামীগণের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানের নিমিত্ত কোন কাগজ পত্র দাখিল করেন নাই এবং তাহার প্রাপ্য দাবী সংক্রান্ত কাগজ পত্র তলব করেন নাই। কাজেই, আসামীগণ যে বাদীর দাবীকৃত পাওনা পরিশোধে ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ৫ ধারা লংঘন করিয়াছেন ইহা বাদী প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। সুতরাং এইরূপ।

আদেশ

হইল যে, আসামী নং(১) মুনজুরুল রহমান সাগকিন, ও (২) শাহীনকে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার অধীনে আনিত অভিযোগ হইতে খালাস প্রদান করা হইল। তাহাদিগকে তাহাদের জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং৫৭/৯৬

শহিকুল ইসলাম, কার্ড নং-৩২
স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানাঃ
প্রযত্নে আজগর মাষ্টার,
সুফিয়া মহল, (পানির ট্যাংকির নিকটে),
রোড নং-৬, সেক্টর-৯,
আবদুল্লাহ পুর, উত্তরা, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান এবং এম, ডি,
পলমল নীট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,
হেড অফিস-১৩৭, মতিঝিল বা/এ,
(৮ম ও ১৪ তলা), থানা-মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
পলমল নীট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,
ফ্যাক্টরী, প্লট নং-৪৭,
সেকশন-৭, সোনারগাঁও, জনপদ,
থানা-উত্তরা, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ৬, তারিখঃ ২৩-৭-৯৭ইং

প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। ডাকাডাকি করিয়া আদালতে পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় পক্ষের নিযুক্তীয় আইনজীবী জনাব আবদুল কুদ্দুস উপস্থিত মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব প্রতাপ উদ্দিন আহাম্মদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের

দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। দরখাস্তের বক্তব্য মোতাবেক নালিশের বিষয় আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বিধায় প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারাও একমত পোষণ করেন। সুতরাং এইরূপ ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং-৫৮/৯৬

এনামুল হক, কার্ড নং-৭,
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা :
প্রযত্নে : আক্তার মাষ্টার,
সুফিয়া মহল (পানির ট্যাংকির নিকটে),
আবদুল্লাহপুর, উত্তরা, রোড-৬, সেক্টর-৯,
ঢাকা—প্রথম পক্ষ

বনাম

(১) চেয়ারম্যান এণ্ড এম, ডি
পলমল নীট ওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ,
হেড অফিস-১৩৯, মতিঝিল বা/এ,
(৮ম ও ১৪ তলা), থানা-মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
পলমল নীট ওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ,
ফ্যাকটরী : প্লট নং-৪৭,
সেকশন-৭, সোনারগাঁও, জনপদ,
থানা উত্তরা, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশ কপি

আদেশ নং ৭, তারিখ: ২৩-৭-৯৭।

প্রথমপক্ষ অনুপস্থিত। তাহার আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। ডাকাডাকি করিয়া আদালতে পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী জনাব আবদুল কুদ্দুস উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব প্রভাব উদ্দিন আহাম্মদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। নথি দেখিলাম ও দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। দরখাস্তের বক্তব্য মোতাবেক নালিশের বিষয় আদালতের বাহিরে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বিধায় প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারাও একমত পোষণ করেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-৬১/৯৬

নারায়ণ কুমার সাহা, কার্ড নং-৯১,
স্থায়ী এবং বর্তমান ঠিকানা:
প্রযত্নে: আকতার মাষ্টার,
সুফিয়া মহল (পানির ট্যাঙ্কির নিকটে),
আবদুল্লাপুর, উত্তরা, রোড নং-৬,
সেকশন ৯, ঢাকা—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান এবং এম, ডি,
পলমল নিট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,
হেড অফিস: ১৩৯, মতিঝিল বা/এ,
(৪র্থ এও ১৩ তম ফ্লোর),
থানা মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০।

(২) জেনারেল ম্যানেজার,
পলমল নিট ওয়ার ফ্যাক্টরী লিঃ,
ফ্যাক্টরী : প্লট নং-৪৭, সেকশন-৭, সোনারগাঁও, জনপথ,
থানা উত্তরা, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশ কপি

আদেশ নং-৬, তারিখ : ২৩-৭-৯৭।

প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। তাহার আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। ডাকাডাকি করিয়া আদালতে পাওয়া গেল না। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবী জনাব আবদুল কুদ্দুস উপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব প্রতাপ উদ্দিন আহাম্মদ উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথমপক্ষের দাখিলা মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত আদেশের জন্য পেশ করা হইয়াছে। নথি দেখিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। দরখাস্তে বক্তব্য মোতাবেক নালিশের বিষয় আদালতের বাহিরে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে বিধায় প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করার অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। সদস্যগণের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। তাহারাও একমত পোষণ করেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে, প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।